ছাত্র রাজনীতি নয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হবে : সুজন

সংবাদ : প্রতিনিধি, ফেনী

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ১৫ অক্টোবর ২০১৯

সারাদেশে তৈরি হওয়া ছোট বড় সম্রাটদের প্রতিহত করতে হলে প্রয়োজন সব দলের রাজনৈতিক ঐক্যমত। দেশে দুর্বৃত্তায়ন রোধে সব দলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। জনগণের প্রতি সরকারের দায়বদ্ধতা থাকলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতো না।

সুশাসনের জন্য নাগরিক-সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার গতকাল দুপুরে ফেনীতে ‘বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কার ও নাগরিক ভাবনা’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে এমন মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন জনগণের সম্মতির আলোকে হয়নি। আর সে কারণেই বর্তমান সরকারের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই। জনগণের সম্মতির শাসন সৃষ্টি করতে হবে। বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য ২০টি প্রস্তাব উত্থাপন করে সুজন। ফেনী শহরের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি

বলেন, ছাত্রদের রাজনীতি করা সাংবিধানিক অধিকার। এ অধিকার খর্ব করা উচিত নয়। তবে লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

সুজন-ফেনীর সাধারণ সম্পাদক মো. শাহাদাত হোসেনের সঞ্চালনায় ও সভাপতি অ্যাডভোকেট লক্ষ্মণ চন্দ্র বণিকের সভাপতিত্বে বৈঠকে বক্তব্য রাখেন- ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুর রহমান বিকুম, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর রফিক রহমান ভূঁইয়া, ফেনী ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার প্রফেসর তায়বুল হক, ফেনী সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর উৎপল কান্তি বৈদ্য, সিপিবি জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট ফয়েজুল হক মিল্কী, বিএনপির জাতীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মেজবাহ উদ্দিন, জেলা জাতীয় পার্টির সাধারণ সম্পাদক খোন্দকার নজরুল ইসলাম, জাসদ সাধারণ সম্পাদক মাস্টার নুরুল ইসলাম, সিপিবি ফেনী জেলা সাধারণ সম্পাদক মহিবুল হক চৌধুরী রাসেল, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক মানিক লাল দাস, গণসংহতি আন্দোলনের সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট কায়কোবাদ সাগর, ফেনী পল্লীবিদ্যুৎ সমিতির সভাপতি সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল মোতালেব, ফেনী জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলাল উদ্দিন আলাল, ফেনী শহর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পারভেজুল ইসলাম হাজারী, ফেনী শহর ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি ইকবাল আলম প্রমুখ।

ড. বাদউল আলম মজুমদার বলেন, সুজনের সংস্কার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সব দলের সম্মিলিত ঐক্য। দেশকে এগিয়ে নিতে এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দেশের বর্তমান যে অবস্থা এতে সবক্ষেত্রে সংস্কার প্রয়োজন। আর তার জন্য প্রয়োজন একটা জাতীয় সনদ। যে সনদটিতে স্বাক্ষর করবে দেশের সব রাজনৈতিক দল। সব রাজনৈতিক দল সদিচ্ছা পোষণ করলে এজাতীয় সনদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

বৈঠকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য ২০টি প্রস্তাব উত্থাপন করে সুজন। প্রস্তাবগুলো হলো- রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে পরিবর্তন, নির্বাচনী সংস্কার, কার্যকর জাতীয় সংসদ, স্বাধীন বিচার বিভাগ, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন, সাংবিধানিক সংস্কার, গঠনতান্ত্রিক ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক দল, স্বাধীন বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান, দুর্নীতিবিরোধী সর্বাত্মক অভিযান, যথাযথ প্রশাসনিক সংস্কার, বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, শক্তিশালী নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার সংরক্ষণ, একটি নতুন সামাজিক চুক্তি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, আর্থিক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন।